কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

রাদ আহমদের কবিতা

সিলেটের চা দানা

আমাদের অনেক নবীন জা'গায় যেতে হবে যেমন সিলেটের চা দানা

এমনটা বলতেছি না যে চারপাশে সবুজ সুষম পরিবেশ

বরং এমন যে লাল আগ্নে'গিরি

গলগলে পান করা চা বাগানের ম্যানেজার

আধুনিক সহকারী যাদের 'এসিসট্যান্ট' বললে

সহনীয় হয় ও নির্দিষ্ট

গরম পানিতে চায়ের দানারা তা'র

যার যার রঙ ছাড়ে

স্বাদ ছাড়ে

এমন হয়।

বাইশ টুকরা

অনুক্ত লোকটি শ্রুতি ব্যবহার করে উদাত্ত গলায়

টান দিসিলেন, 'পিরিতেরই ঘর বানাইয়া অন্তরের ভিতর'

'ভিতর'-এর এই 'তর' অংশে শ্রুতি নিয়ে একটা কাজ ছিল। আমাদের

সাত স্বরের বাহিরে আরও বাইশ টুকরা শ্রুতি

ব্রহ্মপুত্রে ধারালো নৌকার ধার উঠানামা করে আর

আমাদের হোটেলের খুব অন্ধকারে

বাইশ টুকরা মেয়ে একটা অবয়বে টিশার্ট নিয়া ঢুকে

লোকটার বন্ধু পোলাপাইনেরা নিরাপত্তা দিছিল

তরুণী ও তরুণ ঠিক করে মেপে দেখো

জিন্সের বুনটে স্রাবের ঘ্রাণ লেগে আছে কিনা -

খুব সুতীক্ষ্ণ খানিকটা জেট ফাইটারের গতিতে

দিগ্বিদিক দিগ্বিদিক

নৌকার ধারের গায়ে পুরানা ময়মনসিং তার ধূপ-ধুনা, শাস্ত্র, সাথে

অল্প দামের হোটেলে নিয়ে জড়ো হইতেছিল

চিৎ হইলে দশ টাকা কাইত হইলে পাঁচ

* * *

আমাকে 'সরখেল' উপাধি দাও হে

"নয়নেরও জল শুকাইয়া বিচ্ছেদের অনল"

প্রতিনিয়ত ডান পা ফেলতে জানি

বাম পা ফেলার ঠিক আগে দিয়ে ভোর হয়

গোত্রপ্রধান হয় প্রজাপতির ফিনফিনে ডানার গায়ে কবর

* * *

এবং তাকে, তাকে তাকে সুসজ্জিত রাখো

আমি ফ্যাকটরির গেটের সামনে নেমে যাব

এবং বাইশ টুকরা মেয়েটা

আমার পকেটে নরম সাদা সূতী কাপড়ের মতো থাকবে

* * *

বাইশ শ্রুতি নিয়ে যিনি বাংলায় লিখসিলেন তিনি একাডেমির পুরস্কার পেয়েছেন।

দুই দিন হয়।

হয় হয় প্রেস কনফারেন্সে

"কতিপয় আমলার স্ত্রী" - বলা যায়

অভিযোগ করেছেন তার লেখা প্লেইজরিজমে ভরা

হয় হয় প্রজাপতি তাঁর ভ্রূ-জোড়ার মতো

তাঁর বানানো গাম্ভীর্যের মতো

তাঁর তালপাখাটার মতো ছোটোকালে

মশারীর মধ্যে বাইশ টুকরা

মোরগ ডাকে বাইশ টুকরা

ভোরের ভিতর

* * *

আমি তার ন্যাপকিন এনে দেই আর জানি

একজন রাষ্ট্রপ্রধান একজন গায়িকার পিছে হাত

রেখে লাল দাগ ঢাকে।

এ কারণে আমাকে বলতে পারো

সরখেল আমি বাস থেকে তোমাদের

'মেক-শিফট' বাড়ি মোতাবেক

ধর্মবাণী পৌঁছায় দিলাম তোমাদের

পথযাত্রায় পাপড়ি ছিটায়ে দিলাম

যার বেশিভাগই দুই দিন পুরানা

ধনিয়া পাতার ডাঁটার মতো

শুকানো। যেটা বলতেছিলাম

জিন্সের বুনটে দেখ কোনো ঘ্রাণ লেগে আছে কি না

বন্ধু একটা ইমেল পাঠাইসে

বন্ধু একটা ইমেল পাঠাইসে আমি আর খুলে দেখতে চাইতেসি না এই মুহূর্তে সেটা

আমি গাড়ি নীল। মেটালিক ব্লু কালারের ধরা যাক

মদ্যপানে সন্ধ্যাবেলা সামান্য মাতাল ক্লান্ত ব্যবসায়ীর কোমর চ্যাগায়া বসে থাকা

চৌকা টেবিলে বহুল ব্যবহৃত টেবিল ক্লথের গায়ে ফুটা ফুটা ছাই জড়ো করা

নস্টালজিয়ায় চব্বিশ বছর পুরানা সকালের ছাই জড়ো করা সামান্য চিকন চোখে টেলিফোনে তোমার হাজব্যান্ডের অসুস্থতা হলে

সাফোকেশন মানে হঠাৎ হঠাৎ দম বন্ধ বোধ হয় কিন্তু এর পরেও তো

কোনো সমস্যা থাকতেসে না আর কেননা যেহেতু দিন শেষে চাক্কা চাক্কা ব্লক দেখতে ভালো লাগে ছোট্ট সোনালী লাইটে সাজানো

আদিগন্ত ফ্লোরে আমরা গল্প করি কাজের বিনুনি করি, র‍্যাপ-আপ করি ফাঁকা রাস্তা পেলে ঘুর পথে ফিরে আসি বাড়িতে চুল আঁচড়াই ভাবি, ওয়াট উড বুকোফ্স্কি ডু

অর্থাৎ এইরকমের ফেইসবুক কালে নানা মানুষের মধ্যে কবিতা নিশ্চয়ই মেপে মেপে উনি প্রকাশিত হতে দিতেন কেননা ইউরোপে বাজারে উনার বই বিক্রি কমবে কিনা সেটা নিয়ে সামান্য ভাবিত এই মোতাবেক

একটা লাইন পাইসি উনার কবিতায় এই কথা নিশ্চয়ই তোমারে ছোট্ট সোনালী লাইটে বসে কখনো বলব না ফলে বুকোফ্স্কিকে আত্মস্থ করি চুল আঁচড়াই আর সামান্য চুল মাথাতে একপাশে খাড়া হয়ে থাকে বহু চেষ্টাতেও নামানো যায় না

না ঘু মাইতে মাইতে

ঘু না মাইতে মাইতে ভোর

হলো আসলে ঘুমের থেকে ওঠা

ফিনফিনে সাদা যাতে

ল্যাপটানো কাজলের ভ্রূয়ের পাশের

ইষৎ আকারে স্ফীত হতবিহ্বলতা লাল

ইটের এমন স্ট্রাক

চারে যাই ফেলা যাই

তেছে না যে এ ইটের লাল

মিনারের মতো স্তব্ধকায় দিনে

অনুভূতিগুলা গা মসৃণ ইঁদুরের গায়ে

লোম হয়ে গেছে সাথে

প্রাকৃতিক নানা উপাদান হয়ে গেছে

* * *

না ঘু মাইতে মাইতে ঘু না মাইতে মশা

রীর ফাঁকে তটস্থ আঙুল গুঁজো বজ্রা

ঘাতের সামান্য আগে ঘসেটি বেগমে

নদীর উপরে একা নৌকাতে যে বিহ্বলতা নিয়ে

সেইরকমে ঝড়ের দিনের বৃষ্টি এবং ভোরের

আত্মীয়েরা প্রকৃতার্থে পরবাসে কেমনাছে এই পরবাসটাকে

বিকালে আনত লাউয়ের মাচাং বলা যায় না

এত নিরিবিলি এত চুপচাপ আনন্দযজ্ঞে মাতোয়ারা

কলস কলস সাদা ফুলের ভিতরের থেকে

উঁকি দেয়া লাল

রেণুদণ্ডে লেগে থাকা আত্মীয়েরা

এ টি এম বুথ

এ টি এম বুথ থেকে বের হইলে মনে হয় যেন অ্যাডাল্ট বুথ থেকে বেরোইসি

রাস্তার উল্টা পাশে যাব এদিকে কেউ দেখে ফেলসে কি না।

পকেটে টাকা উল্টা পাশে সাইনবোর্ড

বিকাশের দোকানদার মনে হতেছে সকাল এগারোর বারটেন্ডার

উনার ডানে এবং বামে জড়ো হতেছে কিশোর যুবা যাঁরা সকলে

ফাঁদে ধরেছে বকের পাখি উঁহারা সব

প্রফেশনাল ফাঁদে ধরা কর্মী তাঁরা

ফাঁদে ফেলেছে সকাল এগারোর এই যে

নিশুতি চুপ রাস্তা থেকে গজানো সোজা পালক হলো

লম্বা বাতির পোস্ট

গোপন প্রেমিক

যার ভিতরে পুরানাকালের সরীসৃপ

আড়মোড়া ভাঙে, গায়ে আকণ্ঠ

হরমোন আর হরমোন আর সেই ক্ষণে মেয়েটি বলিছে চলো

ফকফকে সাদা রাস্তায় ধরো এ মেয়েলি পুরুষ্টু হাত

আঁকড়ে ধরো জীবন আঁকড়ে

ধরো সাদাটে হাসপাতালে সারি সারি বিছানার

উল্টা পাশে খুব ভিতরে খালি মাঠের কোণায় যুবারা

তামাক সাজায় রোল করে নেয় নাকি উহারা

গৃহস্থ শুধু চায়ের দোকানে ভিড় করা ছাড়া

কেটলির গায়ে বিমর্ষ ম্লান

রেখা দেখা ছাড়া

ধাতব গায়ে একলা মাঠে ইনভেন্টরি নাও

ধাতব গায়ে কত মসৃণ আর প্রিস্টিন

আধ্যাত্মের স্বর্গে যাবার এটি এমের মেশিনে কোনো

টাকা নাই টাকা নাই বরঞ্চ

ছাই রঙা রাস্তায় মঞ্জরিত হতেছে চলন্ত গাড়ি

আর তার সাথে প্রকাশে অক্ষম যা আছে কথামালা সব

দরজা খুলে বের হইলে বুথের থেকে

মনে হয় যেন অ্যাডাল্ট বুথের থেকে বেরুলে

ভিতরে নর্তকী

আসলে সাদা হাসপাতাল

রাদ আহমদের (জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭) লেখালিখি শুরু ১৯৯০ দশকের শেষে। অল্পকালের মধ্যেই যুক্ত হন রিফাত চৌধুরী সম্পাদিত 'ছাঁট কাগজের মলাট' লিটল ম্যাগাজিনে। পরে 'বৈঠকখানা' নামে একটি মুদ্রিত পত্রিকা সম্পাদনা/প্রকাশ করেন অল্প কিছুদিন। বর্তমানে 'তুলট' নামে অন্তর্জাল নির্ভর একটি আন্তর্জালিক সাহিত্যপত্র পরিচালনার সাথে যুক্ত (www.toulot.com)। প্রকাশিত কবিতার বই ও চটিবই: বাঁকা সুচ এবং অন্যান্য, এক টেবিলের অধিবাসী, ব্রথেল মালিকের কারপার্ক, মিষ্টি বসন্তদিনে আমি অলৌকিক, দুপুর দুইটা বেজেছে, তৌবা ফুল, বালু নিয়া আইস বন্ধু ট্রলারে করিয়া, এ বিকাল হাতিদের জিরাফের। শিক্ষা ও গবেষণায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর। পড়াশোনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, মেলবোর্নে।